মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১৮৬ সংখ্যা	পুরুল্যা	৫ অক্টোবর, ২০২৪, শনিবার	১৮ আশ্বিন, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 186 Issue	Purulia	5 October, 2024, Saturday	18 Ashwin, 1431	Price- Rs.3.00	

‘দুর্ঘটনা অনেক সময়ে ঘটে যায়’ পুজো উদ্বোধনে বললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ‘দুর্ঘটনা অনেক সময়ে ঘটে যায়, কেউ এড়াতে পারেন না। যে কারণেই দুর্ঘটনা।’ নাম না করে তিলোত্তমা কাণ্ড প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বললেন, ‘বাংলার মাকে অসম্মান করলে মানব না।’ হিন্দুস্তান পার্কে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বাংলার বদনাম তো অনেকে করে বেড়ায়। দুর্ঘটনা অনেক সময়ে ঘটে যায়, কেউ এড়াতে পারে না। দুঃখজনক ঘটনা দুঃখজনকই থাকে, সেটা কি মানুষ কখনও ভুলতে পারে? কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলার মানুষকে অসম্মান করলে, আমি কখনই মেনে নেব না। আমি যতদিন বাঁচব, আমার হৃদয় যতদিন বেঁচে থাকবে, বাংলার বাইরে, বাংলাকে যারা অসম্মান করছে, তাদের বলব, শুভবুদ্ধির উদয় হোক।” প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের ঘটনায় গত দেড় মাস ধরে তপ্ত রয়েছে বাংলা। আরজি কর কাণ্ডে প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার ও হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। স্বাস্থভবনের সামনে দীর্ঘদিন ধরে ধরনায় বসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা-সহ হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজগুলোতে থ্রেট

কালচারের অবসান সহ একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। যদিও এরই মধ্যে সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে আবারও চিকিৎসক হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন, স্বাস্থ্যভবনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। গোটা ঘটনার নেপথ্যে বিস্তর ষড়যন্ত্র ও আসল দোষীকে আড়ালের চেষ্টারও অভিযোগ ওঠে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে কেবল চিকিৎসকরাই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে গোটা ঘটনা ‘দুর্ঘটনা’ বলে নাম না করে আরজি কর প্রসঙ্গেই মত ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

অবশেষে পাকিস্তান সফরে জয়শংকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ এসসিও সামিটে যোগ দিতে পাকিস্তান যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। চলতি মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন। পাকিস্তানের পৌরোহিত্য এই সামিটে ভারতের যোগদান নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। অবশেষে শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে বিদেশমন্ত্রক জয়শংকরের পাকিস্তান সফরের খবর নিশ্চিত করে। ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও চিন, রাশিয়া, তাজাকিস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান-সহ বেশ কয়েকটি দেশ এই সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্য। এসসিও দেশগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। এই বছর ১৫ এবং ১৬ অক্টোবর ইসলামাবাদে এই সম্মেলন হবে। প্রথামাফিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সব সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরই আমন্ত্রণ জানান। গত আগস্ট মাসে আমন্ত্রণপত্র আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও। কিন্তু দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, মোদি কি এই সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তান যাবেন? নমো যে যাবেন না তা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল বিশ্লেষকদের কাছে। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, “১৫ এবং ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের ইসলামাবাদে এসসিও সামিট অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।” বলে রাখা ভালো, বিদেশমন্ত্রী হিসাবে এটাই তাঁর প্রথম পাকিস্তান সফর।

একাকীত্বে ভুগছেন মূল অভিযুক্ত সঞ্জয়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ তিলোত্তমা মামলায় শুক্রবার মুখবন্ধ খামে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। সিবিআই জানিয়েছে, তদন্ত সংক্রান্ত সব তথ্য জনসমক্ষে আনা সম্ভব নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকাতেই মুখবন্ধ খাম জমা দেওয়া হয়েছে রিপোর্ট। এদিনের শুনানিতে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন ধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার ও টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তাঁরা আদালতে কোনও আবেদন না জানালেও, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ বিচারকের কাছে নিজের জামিনের আবেদন জানান। সিবিআই-এর আইনজীবী জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে খুন-ধর্ষণ ও দুর্নীতির মামলা তদন্ত পৃথকভাবে হচ্ছে। এই দুটোর যোগসূত্র আছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখছে সিবিআই। পাশাপাশি, পুলিশের ভূমিকাও সিবিআই স্ক্যানারে রয়েছে। অভিযুক্তদের জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সিবিআই এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সিবিআই-এর দাবি, অভিযুক্তদের জামিন দিলে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অভিযুক্তরা জামিন পেলে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেও দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের আইনজীবী কবিতা সরকার এদিন জানান তাঁর মক্কেল জেনারেল ওয়ার্ডে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি, সেলে একাকীত্বে ভুগছেন তিনি, তাই জেনারেল ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তিলোত্তমার আইনজীবী এদিন সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বিচারকের কাছে জমা দেন।

খতম ৩০ মাওবাদী, ২০২৬-এ ‘লাল সন্ত্রাস’ মুক্ত ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ২০২৬ সালের মধ্যে মাওবাদ মুক্ত ভারত গঠনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্য মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে অল আউট অভিযান। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে তেমনই অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হল ৩০ মাওবাদী। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমায় অবস্থিত অবুঝমাড় এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে শুক্রবার ১টা নাগাদ অভিযানে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়ার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের তরফে যৌথ অভিযান চালানো হয় ওই এলাকায়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় অভিযান। বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা জবাব দেয় যৌথ বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ দুপক্ষের গুলির লড়াই চলার পর ৩০ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গোটা এলাকায় এখনও চলছে তল্লাশি অভিযান। পাশাপাশি পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, মৃত মাওবাদী সদস্যদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে ৪৭ রাইফেল, একটি এসএলআর ও প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক। প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অল আউট অভিযান শুরু করার পর চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে ৭টি জেলা নিয়ে গঠিত বস্তার অঞ্চলে। ছত্তিশগড় থেকে মাওবাদকে শেষ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এক প্রশাসনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার। পাশাপাশি এক জনসভা থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশকে ‘মাওবাদী মুক্ত’ বলে ঘোষণা করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, “আমরা বিশ্বাস করি এই মাওবাদী সমস্যা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আশার কথা এটাই যে একটি মাত্র রাজ্য ছাড়া বর্তমানে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্রও মাওবাদী সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েছে।” একইসঙ্গে মাওবাদীদের বার্তা দিয়ে জানান, “যারা মাওবাদের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে আমার আবেদন আপনারা অস্ত্র ত্যাগ করুন।”

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

প্রধানমন্ত্রী মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সফল হয়নি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প সফল হয়নি বলে মনে করছেন দেশটির বিরোধী দলগুলো। দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যার পরিসংখ্যান দিয়ে এ কথা বলেছে বিরোধী দলগুলো। ভারতের বিরোধী দলগুলো বলছে, ১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের যে হিস্যা ছিল, এখন বরং তার চেয়ে কমেছে। খবর ইকোনমিক টাইমস। ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প ঘোষণা করেন। বুধবার তাঁর সেই প্রকল্পের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। নরেন্দ্রর মোদির দাবি, ভারতের সবখানেই তাঁর প্রকল্পের সফলতার নজির দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশটির বিরোধী দলগুলোর প্রশ্ন, এই প্রকল্পে আদতে লাভ কী হয়েছে। ১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে কারখানা উৎপাদনের হিস্যা ছিল ১৬-১৭ শতাংশ, এখনো তা সেই পর্যায়েই আছে। নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়ার' সাফল্যে সারা বিশ্বেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান তুলে ধরে ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অভিযোগ, ২০১৩ সালে জিডিপিতে কারখানা-উৎপাদনের হিস্যা ছিল ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ; ২০২৩ সালে তা নেমে এসেছে ১২ দশমিক ৮৩ শতাংশে। এর কারণ হিসেবে কংগ্রেস সভাপতির দাবি, মোদি সরকারের নীতির ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যানেও তার প্রমাণ মিলেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-১৫ সালে ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যা ছিল ১৬ শতাংশ; ২০২৩-২৪ সালে তা নেমে এসেছে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ। মাঝের সময়ে তা ছিল ১৬-১৭ শতাংশ। অথচ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপিতে উৎপাদনের হিস্যা ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। খাড়গের অভিযোগ, ২০১১-১২ সালেও ভারতের মোট কর্মসংস্থানের ১২ দশমিক ৬ শতাংশ হতো কারখানায়; ২০২১-২২ সালে তা ১১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, প্রথম দিকে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি ধীরগতিতে চললেও পরে তা গতি পেয়েছে। কোভিডের পরে কলকারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের উৎসাহ ভাতা প্রকল্পে কাজ হয়েছে। রপ্তানিতেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ভারতকে বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছিলেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়ার' মাধ্যমে ভারত পরবর্তী চীন হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

রাশিয়ার রপ্তানির ৩৯ শতাংশ এখন রুবলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রুবলের ব্যবহার বেড়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, রপ্তানি বাণিজ্যে রুবলের ব্যবহার ২০২১–২৩ সময়ে তিন গুণ হয়েছে। দেশটির রপ্তানি বাণিজ্যের ৩৯ শতাংশই এখন রুবলে হচ্ছে। গত সপ্তাহে মস্কোয় অনুষ্ঠিত রাশিয়ান স্টেট কাউন্সিলের এক সভায় বিষয়টি উল্লেখ করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একই সঙ্গে তিনি এ–ও জানান, দেশটির রপ্তানি বাণিজ্যে 'বিষাক্ত পশ্চিমা মুদ্রার' ব্যবহার গত বছর কমে অর্ধেক হয়েছে। খবর আনাদোলু। বাস্তবতা হলো, ২০২২ সালে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার হুমকি অগ্রাহ্য করে ইউক্রেন আক্রমণ করে রাশিয়া। এরপর দেশটির ওপর শত শত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেই বাস্তবতায় বিকল্প পদ্ধতিতে বাণিজ্য বিস্তারে নতুন পদক্ষেপ নেয় রাশিয়া। বিশেষ করে বন্ধুসুলভ নয়—এমন দেশগুলোকে রুবলের মাধ্যমে গ্যাস কিনতে বাধ্য করা হয়। রুশ প্রেসিডেন্ট সেদিন আরও বলেন, রপ্তানির মূল্য পরিশোধ এখনো বড় সমস্যা। পশ্চিমারা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে রপ্তানি ও আমদানির লেনদেন বাধাগ্রস্ত করছে। মূলত লেনদেনের সমস্যা সমাধানে রুবলের ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহারে জোর দিচ্ছে রুশ ও মিত্র দেশগুলো; কিন্তু পশ্চিমারা সেখানেও নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বাগড়া দিচ্ছে। ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, আরও বড় পরিসরে রুবল কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। পেমেন্ট সিস্টেম ও প্ল্যাটফর্ম ক্লিয়ারিংয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তির পরিকল্পনা হচ্ছে বলে জানা তিনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ রাশিয়ার সম্পদ জব্দ করে। সেই সঙ্গে সুইফট ব্যবস্থায় রাশিয়ার লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন রাশিয়া বাধ্য হয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে লেনদেনে ঝুঁকে পড়ে। রাশিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বের অন্যান্য দেশও বিকল্প পদ্ধতিতে লেনদেনের চিন্তা করছে বলে জোর দিয়ে বলেন ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি আরও বলেন, সারা বিশ্বেই এখন তথাকথিত সুপ্রান্যাশনাল (একাধিক দেশ নিয়ে) পেমেন্ট বা অর্থ পরিশোধ অবকাঠামো তৈরির চেষ্টা চলছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভূ-অর্থনীতিতে আরেকটি পরিবর্তন এসেছে। সেটা হলো, রাশিয়া ও চীনের কাছাকাছি আসা। চীন এখন রাশিয়ার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে তেল কিনছে। দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য গত দুই বছরে অনেকটাই বেড়েছে। তারা নিজেদের মুদ্রায় লেনদেন করছে। ফলে ডিডলারাইজেশন গতি পেয়েছে।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৫৩৪০
রূপা (১ কেজি) : ৯০৯৫১
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৪৯

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৮৪২৯৯.৭৮
নিফটি—	২৫৮১০.৮৫
ন্যাসডাক—	১৮১১৯.৫৯
এ.সি.সি—	২৫১২.৭০
ভারতী টেলি—	১৭০৯.৯০
ভেল—	২৭৯.৬০
এল এন্ড টি—	৫৩৪৮.২০
টাটা মোটর্স—	৯৭৪.৭০
টি.সি.এস.—	৪২৬৮.৪০
টাটা স্টিল—	১৬৮.৪৫
ডাবর—	৬২৫.৩৫
গোদরেজ—	১৩৯৪.১৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭৩২.০০
আই.টি.সি.—	৫১৮.১০
ও.এন.জি.সি.—	২৯৮.০০
সিপলা —	১৬৫৬.৮০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৭৯৭.৬০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৭৯৪.১৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১২৭২.৮৫
সেল—	১৪১.৩৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৮৭.৬০
সিমেন্স—	৭২০৫.৯০
ফাইজার—	৫৭০০.৮৫
ইউনিটেক—	১২.০৭
উইপ্রো—	৫৪১.৩৫
ডা. রেড্ডি–	৬৭৪৫.৫৫
মারুতি—	১৩২২৮.২০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১২৩২.৪৫
টি সি আই —	১০৭১.০০
মহানগর টেলি —	৫২.০৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৮১.৫০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ৫ অক্টোবর

১৫৩৫ এই দিন প্রথম ইংলন্ডে ছাপার অক্ষরে বাইবেল গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। এটিকে বলা হয় মাইলস কভারডেলের প্রকাশনা। এই বাইবেল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন ছাপাখানার ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব এল তেমনই প্রকাশনার ক্ষেত্রেও নতুন মাইলস্টোনের সূচনা হল। কারণ এর আগে বই প্রকাশনা বিষয়টিই ছিল না। ছাপাখানার দৌলতে বইপ্রকাশনার রীতি চালু হল। বাইবেল সেই রীতির প্রথম নিদর্শন। এই বাইবেল প্রকাশিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেল খ্রিস্টের বাণী। ছাপার অক্ষরে বাইবেল এই দিন প্রকাশিত হলেও ইংরেজিতে এর অনুবাদ অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। ফলে কোনও কোনও ইংরেজভাষী মানুষের কাছে এই বাইবেল তত্ত্ব অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। **১৯০৮**বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা দিবস। এই দেশ আগে বিভিন্নভাগে কয়েকটি দেশের অধীনে ছিল। কিন্তু একই ভাষাভাষী সম্প্রদায় একত্র হয়ে দেশকে স্বাধীন করেন। তবে স্বাধীনতার পরেও এখানকার শাসক হিসেবে জার ফার্দিনান্দ ক্ষমতা দখল করে বসেন। ১৯১৮ সালে অবশ্য সেই ফার্দিনান্দকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন বুলগেরিয়ার জনসাধারণ।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৬০৬০

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
	■	৫		৬	■	৭	
৮	৯		■		■		■
■		■	১০	■	১১		১২
১৩		■	১৪	১৫		■	
	■	১৬	■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি ঃ- ১) এটা পার হলেই স্বর্গ। ৩) অজগর সাপ। ৫) পরাস্ত। ৭) দেহ বা শরীর। ৮) দিব্যি। ১১) চতুর্দোলা। ১৩) শর বা তীর। ১৪) কুটিল। ১৭) দৃষ্টি। ১৮) কালিমাময়।

উপরনীচ ঃ- ১) বিমানের চালক ২) রীতি/চল। ৩) মদিরা বা মদ্য। ৪) মোটা লাঠি। ৫) হর —। ৬) বরবাদ। ৭) হয়রানী। ৯) সহ্য। ১০) এটার বদলে নরুন পাওয়া কাম্য নয়। ১১) জুট /সন। ১২) ভাগ্য। ১৩) নাটা বা ছোট আকৃতির মানুষ। ১৫) পান্থ ১৬) বাজার মূল্য।

উত্তর - ৬০৫৯

পাশাপাশি ঃ- ১) মন্দারমনি ৬) শনি ৭) বিধবা ৮) বর ৯) নকর ১০) রত্ন ১১) নকল ১৩) মর ১৬) বিসপ ১৯) মতি ২১) দাদরী ২২) তল ২৩) সমাধিস্থল **উপরনীচ** ঃ- ১) মনিরত্ন ২) রবিন ৩) মধক ৪) নিবারন ৫) রসাতল ৬) শবর ১২) কদমতল ১৪) রবিদাস ১৫) ঝলক ১৭) সদমা ১৮) পরীধি ২০) তিল।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৮ আশ্বিন, ভাঃ ১৩ আশ্বিন **৫ অক্টোবর** ১৮ আহিন, সংবৎ ৩ আশ্বিন সুদি, ১ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৯। **শনিবার,** তৃতীয়া শেষরাত্রি ঘ ৪।৫৪ মিঃ। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।১৬ মিঃ। বৈধৃতিযোগ প্রাতঃ ঘ ৫।৩৩ মিঃ। তৈতিলকরণ, অপরাহ্ণ ঘ ৪।৩ গতে গরকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৫৪ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**–তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগম অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ঘ ৮।১৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**-একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৮।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী**- অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ঘ ৪।৫৪ গতে নৈর্ঋতে। **কালবেলাদি**- ঘ ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৯ মধ্যে।। **কালরাত্রি**-ঘ ৬।৫১ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**-নাই। **বিবিধ**-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।

আপনার ভাগ্য

মেষ-অম্লরোগে কষ্ট। **বৃষ**- পাওনা আদায়। **মিথুন**- ঈর্ষান্বিত। **কর্কট**- ঋণযোগ। **সিংহ**- ধনাগম। **কন্যা**-পদোন্নতি। **তুলা**-মনঃকষ্ট। **বৃশ্চিক**-শোক সংবাদ। **ধনু**- আত্মীয় বিবাদ। **মকর**-প্রবাসে সাফল্য। **কুম্ভ**-ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা। **মীন**-সন্তানে উদ্বেগ।

আগামীকাল

মেষ-বেদনাহত। **বৃষ**-হঠাৎ প্রাপ্তি। **মিথুন**-স্নায়ুপীড়া। **কর্কট**-সুখ-সম্ভোগ। **সিংহ**-বন্ধু-বিচ্ছেদ। **কন্যা**-দ্রব্য চুরি। **তুলা**-কর্ম্মে বিভ্রাট। **বৃশ্চিক**- মহিলাদ্বারা ক্ষতি। **ধনু**-উচ্ছাকাঙ্খা। **মকর**- প্রশিক্ষণে সাফল্য। **কুম্ভ**- ভোগবিলাসে ব্যয়। **মীন**-সমস্যার স্তায়ী সমাধান।

সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ১২ জন সদস্যের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ৪ অক্টোবরঃ দলেরই সদস্যের বিরুদ্ধে উগরে দিলেন ক্ষোভ। তাও আবার দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ। এরপরই বারো জন নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করলেন। ঘটনায় রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

জানা যাচ্ছে, বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাল্লাবতি কুমার। সরকারি টাকা লুটের অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। এরপরই বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সহ ১২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যা পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন পুরুল্যা সদর মহকুমা শাসকের দফতরে। প্রসঙ্গত, বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য ২১ জন। এর মধ্যে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা ১৯। বিজেপির রয়েছে ২ জন সদস্য। তৃণমূলের সমর্থনে সভাপতি হন কাল্লাবতি কুমার। তবে তৃণমূল সদস্য-সদস্যাদের অভিযোগ, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে হাত করে কোটি কোটি টাকা ব্যক্তিগত স্বার্থে লুঠ করেছেন কল্লাবতি। এই বিষয়ে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে বার বার অভিযোগ করা হলেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগ করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে বলরামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত চৌধুরী বলেন, "নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল এবং চাওয়া পাওয়া নিয়ে সমস্যা চলছিল। যেহেতু আমার কাছে কোনও পদত্যাগ করেনি তাই বিষয়টি জেনে বলব।"

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থাৎ বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাল্লাবতি কুমার বলেন, "কোনও দুর্নীতি করিনি। আমাদের সমিতি খুব ভালভাবেই চলছে। তার সব প্রমাণ আছে।" বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতি সহ-সভাপতি ভালমণি সোরেন বলেন, "কল্লাবতি কুমার ও এখানকার বিডিও দুর্নীতি করছেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আমরা আমাদের সম্মান রক্ষা করতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।"

ছাত্রের মৃত্যুর পর হাসপাতালে আরও এক, সাপের ভয়ে স্কুলেই যাচ্ছে না পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ৪ অক্টোবরঃ সাপের কামড়ে এক পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে বৃহস্পতিবারই উত্তাল হয় কাটোয়ার স্কুল। গ্রেফতার করা হয় প্রধান শিক্ষককে। এবার ফের অজানা কিছুর কামড়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক ছাত্র। শুক্রবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি হল বর্ধমানের কাটোয়ার কোসিগ্রাম ইউনিয়ন ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির এক ছাত্র। ছাত্রের নাম অর্ণব গড়াই। আবারও সাপের আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্কুলে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেই ভয় পাচ্ছেন। আতঙ্কে এদিন ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারও অনেক কম। এদিন সকাল থেকে স্কুল চত্বর পরিষ্কার করার কাজ চলছে।

সম্প্রতি ইন্দ্রজিৎ মাঝি নামে ওই স্কুলের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ, স্কুল চত্বরেই তাকে সাপে কামড়েছিল। ঘটনার কথা এক শিক্ষককেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু, ওই শিক্ষক এক অশিক্ষক কর্মচারীকে বিষয়টি দেখতে বলেন। তিনি ক্ষত স্থানে ডেটল লাগিয়ে ছেড়ে দেন। কিন্তু, ততক্ষণে নিস্তেজ হতে শুরু করেছে ইন্দ্রজিৎ। বাড়ি ফেরার পর ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকে সে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের।

গতকাল, বৃহস্পতিবার এই নিয়ে উত্তাল হয় স্কুল। গ্রেফতার হন প্রধান শিক্ষক। অর্ণব গড়াই নামে দশম শ্রেণির ছাত্র জানান, সেই সব ঝামেলার পর বাড়ি ফেরার সময় স্কুলের গেটে তার পায়ে কোনও কিছু কামড়ায়। বাড়ি ফিরলে তার পরিবারের লোকজন তাকে সন্ধ্যায় কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করায়। এরপরই আতঙ্ক বেড়েছে আরও। সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন বাবা-মায়েরা। যদিও বিষাক্ত কিছুর কামড় নয় বলে জানা গিয়েছে। আপাতত সুস্থ আছে সে। অভিভাবকদের সকলের অভিযোগ, স্কুলে বন জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে না। মাঝে মাঝে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই মাঠ পরিষ্কার করে। স্কুল সাফ হলে তবেই পাঠানো হবে, জানাচ্ছেন অভিভাবকরা।

দশটি বাড়ি তলিয়ে গেল গঙ্গার গ্রাসে, ভিটেছাড়া বাসিন্দারা আতঙ্কিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ একের পর এক জমি তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গায়। শুক্রবার সকাল থেকে দশটি বাড়ি চলে গেল গঙ্গার গ্রাসে। পুজোর আনন্দ দূর-অস্ত, আতঙ্কে দিন কাটছে মুর্শিদাবাদ শমসেরগঞ্জের প্রতাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকদারপুর গ্রামের বাসিন্দাদের। গঙ্গার ভাঙনে বিঘার পর বিঘা জমি বিলীন হচ্ছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে সব চেয়ে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে শুক্রবার। নদী ভাঙন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, ওই আশঙ্কায় ইতিমধ্যে প্রায় ১৫টি পরিবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। অভিযোগ উঠছে, প্রশাসনের কাউকে এই অবস্থায় পাশে পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা। যদিও স্থানীয় প্রশাসন জানাচ্ছে, প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ হঠাৎই গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করেন গঙ্গার পার ভেঙে তা জনবসতির দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ৮-১০টি বাড়ি চোখের নিমেষে নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। ভাঙনের খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যান শমসেরগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। তিনি পরিস্থিতি দেখার পর বলেন, "শমসেরগঞ্জ ব্লকের নতুন নতুন জায়গায় হঠাৎ করেই ভাঙন দেখা দিচ্ছে। আজ (শুক্রবার) যেখানে ভাঙন শুরু হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে এর আগে ভাঙন হয়নি। ওই গ্রামের বাসিন্দারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ৮-১০টি বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।"

এ নিয়ে শমসেরগঞ্জের বিডিও সুজিত লোধ বলেন, "শুক্রবার সকাল থেকে নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে বেশ কয়েকটি পরিবারকে স্থানীয় মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং ত্রাণশিবিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

তৃণমূলে যোগদানের ৩ দিনের মধ্যে ফের ফিরলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ কংগ্রেস থেকে তৃণমূলের যোগ দিয়েছিলেন তিনজন। তিনদিন কাটল না, তার মধ্যেই পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে এলেন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের কেদার চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। দিন তিনেক আগে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শফিউজ্জামানের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনজন সদস্য। তবে ৭২ ঘণ্টাও কাটল না। শুক্রবার দুপুরে কংগ্রেস নেতা মোশারফ হোসেনের হাত ধরে পুনরায় কংগ্রেসে ফেরেন তাঁরা।

কংগ্রেসের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তাঁদের ভুল পথে বিভ্রান্ত করে তৃণমূলে যোগদান করিয়েছিল। এমনকী, কংগ্রেস ও আরএসপি-কে নিয়ে পরিচালিত এই পঞ্চায়েতকে ত্রিশঙ্কু করার পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু রাজ্য সরকারের আইন অনুযায়ী আড়াই বছরের আগে কোনও রকম অনাস্থা আনা যায় না। মোশারফ হোসেন বলেন, "তৃণমূলের লোকজন নেতারা ভুল বুঝিয়ে, ভুল পথে চালিত করে অন্যত্র নিয়ে যায়। পরশু রাতে ওদের জোর করে তৃণমূলের পতাকা ধরানো হয়েছে। গতকাল একজন মেম্বার তার বাবা সহ ফিরে এসেছে। আর একজন শুক্রবার ফিরে এসেছে।" দলবদলু একজন বলেন, "অসৎ উপায়ে পতাকা ধরায়। জোর করে ধরিয়েছিল। সেই কারণে বাধ্য হয়েছিলাম।" শফিউজামাল শেখ বলেন, "আমি বিষয়টা জানি না। বাইরে আছি। খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।"

বাঁশদ্রোণীর ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ বাঁশদ্রোণীতে পে লোডারের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় গাড়িটির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করল পুলিশ। শুক্রবার বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছেন দক্ষিণ শহরতলির ডেপুটি কমিশনার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত। তিনি জানিয়েছেন, অভিযুক্তের নাম শম্ভু রাম। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়িটির চালক বিশ্বকর্মা শর্মাকেও।

বুধবার বাঁশদ্রোণীতে পে লোডারের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশকে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পাটুলি থানার ওসিকে কাদা জলে নামিয়ে চলে বিক্ষোভ। সেই ঘটনার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার দাবি করল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত বলেন, অভিযুক্ত দমদম ও চিৎপুরের সীমান্তবর্তী কোথাও লুকিয়ে রয়েছে বলে আমাদের কাছে খবর ছিল। সেই অনুসারে অভিযান চালিয়ে আমরা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি। অভিযুক্ত শম্ভু রামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন গাড়িটির মালিক। তাঁকেও সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর নাম বিশ্বকর্মা শর্মা।

তিনি বলেন, ওই ঘটনায় যারা পুলিশকে হেনস্থা করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করছে পুলিশ। তবে সেদিন তৃণমূলের যে গুন্ডারা পুলিশ আধিকারিকদের ঘেরাওমুক্ত করতে স্থানীয়দের ওপর হামলা চালিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ হয়েছে তা জানাননি তিনি।

জন্মদিনেই আত্মহত্যা ছাত্রের, শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ অক্টোবরঃ জন্মদিনেই হল মর্মান্তিক মৃত্যু। উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুন্দরপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রকাশ বিশ্বাসের ছেলে প্রীতম বিশ্বাসের বৃহস্পতিবার জন্মদিন ছিল। সেদিন সকালেই তার বাবা প্রকাশ বিশ্বাস ছেলের কাছে জানতে চায় জন্মদিনে কী খেতে চায়। প্রীতম জানিয়েছিল কেক ও পায়েস হলেই চলবে। প্রীতমের মা সুমন বিশ্বাস মাংস আনতে বলেছিল তার বাবাকে। ছেলেকে রেখে প্রকাশ বিশ্বাস ও তার স্ত্রী সুমনা বিশ্বাস বাজারে কেক ও পায়েসের বাজার করতে যায়। তবে বাড়িতে ফিরে আসার পরই দেখা গেল মর্মান্তিক ঘটনা। বাড়ি ফিরে তারা দেখল ছেলে ঘরের বাসের আড়ায় গামছায় ঝুলছে। কান্নায় ভেঙে পড়েন দুজনেই।

নিজের ১১ বছরের ছেলেকে হারিয়ে রীতিমতো শোকের পরিবেশ নামল গোটা ঘরে। প্রীতম গাড়াপোতা উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। জন্মদিনের কেক কাটা আর হলো না প্রীতমের। কীভাবে এই ঘটনা তা কেউ বুঝতে পারছে না। বাড়িতেই পড়ে রয়েছে কেক -পায়েসের দুধ। শোকের ছায়া নেমে এসেছে প্রীতমের পরিবার ও গোটা গ্রামে। পুজোর আগে যেখানে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা সেখানে এই পরিবারে এখন মৃত্যুর কালো মেঘ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

সেই তো ঘোমটা খুললে

যে কাজ অনেক আগে করা উচিৎ ছিল সেটা করতে ৫৫ দিন সময় নিয়ে কি কৃতিত্ব অর্জন করল জুনিয়র ডাক্তাররা ওরাই ভাল বলতে পারবে। অভয়া বা তিলোত্তমার বিচার চায় স্লোগান কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সিবিআইকে দুর্নীতির কাজের বোঝা দিয়ে এমন কাবু করে দেওয়া হয়েছে আসল তদন্তই করে উঠতে পারছে না। সারা দেশে শুধু মাত্র পশ্চিম বাংলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি আর বাকি সমস্ত রাজ্যে সুনীতি। এগুলো যারা মনে করে তারা ভুল পদক্ষেপ নেবেই। জুনিয়র ডাক্তাররা নিজেরাই স্বীকার করছে ময়না তদন্তে তাদের সই ছিল। আবার এইমসের ডাক্তার বলছে ময়না তদন্তে কোন ভুল নেই। অথচ সুপ্রিম কোর্টে ময়না তদন্ত নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কত ধরণের অভিযোগ উঠল। ৫৫ দিন পরে মনে হচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে আসলে কোন ইস্যুই ছিল না। লাল পার্টির কয়েকজন নেতা এবং একটু একটু এক কংগ্রেস নেতা নানা ধরণের মন্ত্রণা দিয়ে ডাক্তারদের নিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন। জুনিয়র ডাক্তার বয়সে জুনিয়র। তাই ওই ঘোড়েলদের চক্করবাজী বুঝতে পারেনি। প্রথমে হল চার দাবি তারপর পাঁচ দাবি সে সব পেরিয়ে দশ দাবি। রাজ্য সরকার অসহিষ্ণু হলে অনেক আগেই এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিত। নেয়নি। অন্য রাজ্য হলে কি হত সহজেই অনুমান করা যায়। বেশ কয়েকটি রাজ্যে দেখা গেছে এরকম ঘটনায় দু তিন দিন কর্মবিরতির পরই এসমা জারি করে দেওয়া হয়। এই কিছুদিন আগে ওড়িশাতেও হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মেরটে ডাক্তারদের উপর জঘন্য হামলা হল। এগুলো ঠেকানো খুব মুশকিল। সরকার যত কঠোর হোক না কেন ছিটফুট ঘটনা হতেই থাকে। সরকারকে দোষ দিয়ে পাপস্খলন হয় না। সামাজিক অবস্থানে পরিবর্তন না এলে এসব বন্ধ হবে না।

জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করতে গিয়ে যা বলেছে সরকারের সঙ্গে বৈঠকের পরই এমনকি তার আগেও একই কাজ করতে পারত। সাধারণ মানুষের অর্থাৎ গরীব মানুষের সহানুভূতি পেত। যারা সহানুভূতি দেখিয়েছে তাদের মধ্যে এমন লোকেদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল যারা সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা নিতে যায়। কেউ বা যদি যায় তাহলে নেতা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন সূত্র ধরে যায়। সেখানে তারা বিশেষ সুবিধা পায়। যাদের অসুবিধা হচ্ছিল না তারা সমর্থন করছিল। যাদের অসুবিধা হচ্ছিল তারা অভিশাপ দিচ্ছিল। তাদের অভিশাপের কারণেই বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমালোচনা শুনতে হল জুনিয়রদের। আন্দোলন ও কর্মবিরতি এবং পরিষেবা যদি একসাথে চলত তাহলে তাদের সব স্তরের মানুষ সমর্থন করত। আর কিছু দিন গেলে মানুষ খেপে যেত কিনা বলা মুশকিল। আন্দোলন চালিয়ে যেতে যারা পরামর্শ দিচ্ছিল তারা যে জুনিয়রদের ভালোর জন্য বলছিল না এটা পরিষ্কার। ওরা আসলে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছিল। জুনিয়ররা তাদের ধান্দা বুঝতে পারল না অনভিজ্ঞতার কারণে। শেষ পর্যন্ত সিনিয়রদের বলতে হল বাবারা, মা'রা অনেক হয়েছে এবার থাম।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

এর উত্তর হলো, যদিও এরকম লোকেদের অবস্থা খুবই শোচনীয় তবুও তারাও নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে স্বীয় আত্মার উন্নতির উপায় করতে পারে। এমন লোকদের উচিত তাদের বিবেচনা অনুসারে যে লোককে তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে তাঁর সঙ্গ করা। সংসারে মূঢ়তম এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমানসহ সকল মানুষই মনে করে যে পৃথিবীতে তাদের চেয়ে ভাল অথবা খারাপ লোকও রয়েছে। সুতরাং নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে যাঁকে তাদের চেয়ে উত্তম, উন্নত, বিচারবান, সাধুহৃদয়, সদাচারী এবং বিদ্বান বলে মনে হয় তাঁকেই আদর্শ মনে করে নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সদাচারগুলিকে অনুসরণ করা তাদের কর্তব্য। যদি মূর্খতা, অহঙ্কার অথবা অন্য কোনো কারণে কাউকে নিজের চেয়ে উন্নত বলে বিশ্বাস না হয় তাহলে নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে ভাল করে চিন্তা-ভাবনার পর যে সব বচনকে পরিণামে কল্যাণকারী, শান্তিপ্রদ, সুখকর, লোকহিতকর, ন্যায্য এবং ধর্মসঙ্গত বলে মনে হবে সেই কথাগুলিকে মান্য করা এবং স্বার্থরহিত হয়ে সেগুলিকে অনুসরণ করা উচিত।

সব মানুষের মধ্যে প্রধানত দু'টি বৃত্তি থাকে---একটি ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় অর্থাল আত্মাকে উন্নত করে এবং অন্যটি অধঃপাতে নিয়ে যায় অর্থাৎ আত্মার পতন ঘটায়।

ক্রমশ...

অকাল বিড়ম্বনা

আভা চট্টরাজ

৩৪তম পর্ব

(পরবর্তী পর্ব ...)

দেবতা এবং

স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল যার নখদর্পণে _যার দিব্যদৃষ্টির আড়ালে কোনো কিছুই নেই _ সেই সবজান্তা সর্বগুণসম্পন্ন দেবাদিদেব মহাদেব ও বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়েছেন বেশ কয়েকবার! দক্ষরাজ রাজসূয় যজ্ঞ করবেন মনস্থির করেছেন _ ত্রিভূবনে নামী দামী বহু গুনীদের সুসম্মান জ্ঞাপন পূর্বক সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিন্তু আপন জামাতা মহাদেবের নিকট কোনো নিমন্ত্রণ যায় নি।

কারণ হয়তো এটাই সেই আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভায় ভোলানাথ মানানসই নন ! তিনি শ্মশানে মশানে ভূতপ্রেতদের সঙ্গী করে ছাইভস্ম মেখে গঞ্জিকা সেবন করেন _ তার অর্ধ নিমীলিত চক্ষু দুটি ঘরের দুর্দশা দেখতে পায় না।

কি জানি আমার রাজরাজেশ্বরী উমা কতই না কষ্ট পেয়ে নাকের জলে চোখের জলে দিন গুজরাণ করছে। সে যা ভালো বুঝছে করুক _ তবে এ হেন ভিখারী মেয়ে জামাই এই জাঁকজমকপূর্ণ স্থানে অত্যন্ত বেমানান।

এদিকে পার্বতীর কানে পৌঁচেছে সে বারতা _ তিনি মনস্থির করেন পিতা কিসের আয়োজন করেছেন আমি মহাদেবকে ছাড়াই একবার গিয়ে দেখি ! যেই ভাবা সেই কাজ ভোলা মহেশ্বরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি রওনা দেন পিতার আলয়ে ! এদিকে দক্ষপত্নী কন্যার আগমনে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উমাকে বুকে টেনে নেন। কিন্তু দক্ষের আস্ফালন আর অহঙ্কারপূর্ণ কথাবার্তা উমার অসহ্য লাগে।

আর নিজ পতি নিন্দা কোন সতী নারী সইতে পারে ! সমারোহের মাঝে অহঙ্কারী দক্ষরাজ নিজ জামাতার যৎপরনাস্তি অপমানজনক কথাবার্তা বলে পার্বতীকে আহত করে ! পিতার এ হেন আচরণে ক্রুদ্ধ পার্বতী যজ্ঞের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেন !

এদিকে ভোলানাথ ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেন এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে দক্ষপুরী পৌঁছে যান দ্রুত।

তার তান্ডব নৃত্যে মেদিনী টালমাটাল হয়ে যায়_ ক্রোধান্বিত মহাদেব নিজ স্কন্ধে পার্বতীর মরদেহ উঠিয়ে নিয়ে দক্ষের যজ্ঞ পন্ড করে পাগল প্রায় বিচরণ করতে করতে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে বহু স্থান ভ্রমণ করতে থাকেন। দেবী পার্বতীর গলিত দেহাবশেষ ভারতবর্ষের যে যে স্থানে পতিত হয় সেই সেই স্থান পবিত্র সতীপীঠ নামে পরিচিত হয়। জানা যায় মোট একান্নটি দেহাংশ সমৃদ্ধ স্থান সতীপীঠ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

ব্যাপার হলো রাজকন্যাকে বিবাহ করে ভোলা মহেশ্বর বিড়ম্বনায় পড়লেন ! তার চালচুলোহীন জীবন প্রণালী _ আর একদিকে অধীশ্বর শ্বশুর _ আপাতদৃষ্টিতে বিস্তর ফারাক এই অসম সম্পর্কের ! লাঞ্ছনা অপমান করছেন দক্ষরাজ নিজ কন্যা জামাতাকে ! যেখানে মা উমা নিজেই অন্নপূর্ণা _ যিনি জগতের অন্ন জোগাচ্ছেন তার ঘরে দারিদ্র্য ! এটা দক্ষের বোঝা প্রয়োজন ছিল _ তার আভিজাত্য আড়ম্বর হরপার্বতীর যুগ্ম জৌলুষ পরিপূর্ণতার কাছে বিস্ময়কর সৃষ্টির কাছে এক তিল মাত্রও নয় !

কিন্তু অহঙ্কারে মত্ত দক্ষ সে দিকে দৃষ্টিপাতও করেন নি !

অত বড় আয়োজন পন্ড হয়ে যাওয়ার পর তার হয়তো চেতনা হয়েছিল।

কিন্তু সতীর দেহত্যাগ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সাময়িক অবস্থান দেখে কারোর মনে দুঃখ দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হয়তো তাৎক্ষণিক মনের জ্বালা মিটে_ কিন্তু কত শত বিড়ম্বনা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যেতে পারে_ নিজের ভাবমূর্ত্তি সকলের কাছে নিন্দনীয় হতে পারে।

নিজ কন্যাসন্তানের আত্মবলিদান দক্ষকে অবশ্যই কোনঠাসা করেছে বিড়ম্বনায় ফেলেছে ! নির্বিরোধী অল্পে সন্তুষ্ট মহাদেব আপন মহিমায় ভাস্বর _ তার সাময়িক বিড়ম্বনা অপুরণীয় ক্ষতি করে তার জীবন তছনছ করে দিয়েছিল বৈকি ! (পরবর্তী পর্ব পরের শনিবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

ব্যতিক্রমী গুপ্ত সংলাপ: কী পেলাম,কী হারালাম?

কিশলয় গুপ্ত

কতটা সাহস থাকলে নাভির কাছ থেকে ওম ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়। মৃত্যুর শর্ত বড় ভয়ঙ্কর যারা মনে করেন, তাদের জন্মানোর দরকার কী! এই তো জন্মালাম। তারপর গোল্লাছুট খেলতে খেলতে গোটা মাঠ দুই চক্কর কাটতে না কাটতেই কেউ এসে বললো "বাবা, স্কুলে যাব"। কী আশ্চর্য দেখতে দেখতে দাঁত পড়ে গেল, চুল পেকে গেল। এবার একদিন দুম করে মরে যাব। সব শেষ। কতদিন মনে রাখবে স্বজনেরা? ভুলে যাওয়ার নিয়ম তো সমাজ বোদ্ধারাই চালু করেছেন। শেষ বেলায় একবারও কি মনে হবে না কেন জন্ম হল? মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তো ভুলে গেল সবাই। সুতরাং নাভির কাছ থেকে ওম ধ্বনি...

এই যে ছুটে চলা জীবন, এই যে আদা নুন খাওয়া ভেসে চলা, এই যে নাছোড় মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের আস্ফালন, এ আমজনতার জন্য নয়। এবার প্রশ্ন আসবে আমজনতা কারা? আসলে ওই জনতার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে একজন লেনিন। একজন কাস্ত্রো অথবা একজন চে। তারপর ওই আমজনতাই তার দিকে আঙুল তুলে বলে "একদম বখে গেছে"। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর কাকে বলে। তবু তো কেউ কেউ মোষ তাড়াতে তৈরী হয়ে থাকে। কেউ কেউ মোষ তাড়ায় বলেই ওই আমজনতা নামক দলটা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে আপনা সংস্কৃতি, আপনা পেহচান নিয়ে। অদ্ভুত!

কথায় বলে "নয়জন যেদিকে যায়/ বাকি এক সেদিকে তাকায়। এই রীতি কে বানিয়েছে জানতে পারি কি? নয়জনের পিছু পিছু না গেলেই যত দোষ? কেন রে বাবা? আমি আমার মতো পথ বানালে তোমাদের এত ভিসুভিয়াস জাগছে কেন? তোমাদের ফুজিয়ামায় তোমরা যত পারো হাত বোলাও। সকাল থেকে সন্ধ্যা, রাত থেকে সকাল তোমাদের চাটাচাটির জন্য তো আমার মাউন্ট এভারেস্টের কোথাও এক মুঠো বরফ গলছে না। অথবা আমি এও বলছি না বীনা পেট্রোলে একশো কিলোমিটার পেরিয়ে এলাম তোমাদের সার্কাস সদৃশ নাটক দেখতে। কত দৃশ্যে কত প্রবেশ, প্রস্থান পেরিয়ে তোমরা বৈতরণী ডাকবে সেটা একান্তই তোমাদের ব্যাপার ভাই। চরে খাও।

জন্মটা নেহাত দুর্ঘটনা, অনন্ত আমার মতো ফাঙ্গাস ওঠা রাস্তায়, গণতন্ত্রের ম্যাও ডেকে তলপেটে লাথি খাওয়া পরিবারে জন্মানো। যেখানে জন্মের দশ বছরের মধ্যেই শুনতে হয় "খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছি, উড়তে শিখেছ এবার নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার বুঝে নাও"। ওদের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থ 'আহার, নিদ্রা, মৈথুন'। এর বাইরে গোটা জগতের কোথায় কী হচ্ছে সেটা মঙ্গল গ্রহের জনমানব আছে কিনা তার মতোই অর্থহীন। সেই বাউন্সার লাগা পিচেই যখন একটা পিচ্ছি পোলা ব্যাট বাগিয়ে বলে এবার সিক্সার, তখন গোটা সমাজ দাঁত দেখাবে না তো কি লিকার চায়ে চুমুক দেবে? তবে আর 'ভগবান' দাঁতগুলো দিলেন কেন! আহা, আস্তিন গুটিয়ে কবিতার পিণ্ডি চটকাতে এসেছে ডেঁপো ছোকরা। রাঁচী যেতে যেন কোন ট্রেন ধরতে হয়? জেনে নাও।

"বাবু গো, বড় ক্ষোভ এই বুকের ভিতর/ যেদিকে তাকাই দেখি / ন'জনের আটজন ইতর" এবার তুমি বলতেই পারো 'নিজের চরকায় তেল দাও'। আরে

বাবা, নিজের চরকায় তো তেল দিচ্ছি কিন্তু সুতো কাটবো কার জন্য! মন্দা বাজারে হাত পেতে ভাতা নিয়ে, বাতেলা আর ভাতার সম্বল করে কতদিন ঘাস খেয়ে মরে যাব? কতদিন 'আমাদের কিছু হল না, আমাদের কিছু হবার নয়' বলে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে মড়া কান্না করবো, আর ওই উপরওয়ালার চোদ্দগুষ্ঠী এক করবো। বুকে হাত রেখে কেউ তো বলুন আপনি স্বচক্ষে উপরওয়ালাকে দেখেছেন। জানি, জানি, একজনও নেই। বাতেলা মারা বন্ধ করুন মাইরী। দোহাই লাগে, দোহাই।

আমার বাবা বলতেন, আমাদের পরিবারে নাকি ভাইফোঁটা নেই, রাখী বন্ধন নেই। কেন নেই? উত্তর নিয়ম নেই। নিয়ম কেন নেই? আর উত্তর নেই। আবার প্রশ্ন? বড়দের মুখে মুখে তর্ক করতে লজ্জা করে না? এবং মায়ের পর্দাতোড় সংলাপ 'আমার পেটে তুই হয়েছিস, তোর পেটে আমি না" যাহ্ বাবা, প্রশ্ন করলেই অন্যায় একথাও কোথায় লেখা আছে কেউ বলে দেয় না। আবার গ্রাম্য গুরুজনেরা এককাঠি সরেস। "তোকে তো জন্মাতে দেখেছি রে, তুই তক্ক করতে শিখে গেছিস? ঘোর কলিকাল!" আরে মড়া কেউ তো আমাকে বুঝিয়ে দাও যেগুলো জানি না অথচ জানতে চাই, সেগুলো আমি কোথায় গেলে জানতে পারবো। চুপ, চুপ, এটাই নিয়ম। চুপচাপ থাকো, পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকো। ব্যাস।

এইসব শুনতে শুনতে, এইসব জানতে জানতে, এইসব দেখতে দেখতে শব্দ সাজাতে গেলে যে শব্দগুলো নিরন্তর খোঁচা মারতে থাকে, বেশ ভালো জানি সেই শব্দগুলো শোনার মত হিম্মৎ এই সমাজ এখনও অর্জন করেনি। তাহলে ভালো ছেলে হবার বাসনা এই জন্মে বিদায়। হায়, হায় মনুষ্য জনম বৃথা। খাও দাও বংশ বৃদ্ধি করো, একদিন মরে যাও। তার বাইরে কিছু করার বা বলার ঠিকে তোমাকে কে দিয়েছে? বলার জন্য, করার জন্য আছে তো নানা রঙের ঝাণ্ডা ধরা ফুলছাপ ছাতার নীচে জ্ঞান ফলানো হাজার হাজার মেষ। পকেটে গান্ধী মার্কা অতয়েব তুমি জ্ঞান ফলানোর উপযুক্ত। ভুঁড়িদার লম্পট হলেও তিনি চেয়ারের যোগ্য। তুমি কে হে?

এই যাপনের মধ্যভাগে এসে পিছন ফিরে তাকালে প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে হয়। অসাবধানে এক দুইবার দীর্ঘশ্বাস বুক হয়ে পায়ে নেমে আসে। তারপর মাটি। মাটির দিকে তাকালে, সেখানে অন্য কারো নাম লেখা। নিজের জন্য কী রাখলাম, নিজের জন্য কী গোছালাম? কী থাকলো শেষ পর্যন্ত? ও ভাই, তুমি কি জানতে না গর্ভধারিনী তোমাকে চিনতে পারেনি। পৃথিবীর কেউ তোমাকে চিনবে এই আশা করেছিলে নাকি? খুব কাছের বন্ধু ভাবা লোকটা তোমার পদে পদে ভুল দেখাত অথচ তুমি ভুলকে ফুল মেনে এতদূর হেঁটে এলে। শেষ বেলায় কেন দীর্ঘশ্বাস? কী মহার্ঘ্য পাওয়ার আশায় ছুটে এসেছিলে এতদূর?

ভালবাসার মূল্য এই স্বার্থের পৃথিবীতে পাবে না। কেউ তার নিরাপদ খাঁচা ছেড়ে তোমার জন্য পথে নামবে না। সময়ে সামান না পেলে মাও তোমায় ভুলে যাবে। আর সম্পর্কগুলো একদিন বাসি হতে হতে শুকিয়ে যাবে,হেজেমজে যাবে। সব কিছু জানা ছিল, সবকিছু আগাম দেখেই একটা আলাদা পথ বেছে নিয়ে একটা অগোছালো অথচ নিজস্ব পছন্দের ঘর বানিয়ে কাটাতে চেয়েছিলে এই জীবন। তবে দিনের শেষে কীসের আফশোস হে বিপ্লবী? তুমি সিস্টেম বদলাতে এসেছিলে। কার জন্য সিস্টেম বদলাবে? যার কথা বলতে বলতে তুমি গোটা জীবন ভাসিয়ে দেবে সেইই বলবে বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? কিন্তু তোমাকে তাই করে যেতে হবে। এছাড়া অন্য পথ খোলা নেই। অন্ধকারের ভিতর পড়ে থাকে সব প্রশ্নের উত্তর। সুতরাং অন্ধকার হাতড়াতে হবে।

দাঁড়ি, কমা, হাইফেন মেনে কবিতায় শরীরে যে উপস্থিতি রেখে জন্মের শর্ত মানা হবে বলে বহুদিন আগে রোজনামচায় লেখা হয়ে গেছে, তাকে বদল করার বোকামী কেউ যদি করে তার দায় একান্তই তার। পঞ্চাশ বছর পরের পৃথিবীটা দেখার পরও আমি আমার চলার রাস্তা পরিবর্তন করিনি। গন্তব্যের শেষে আমি কাকে দোষ দেব? কেনই বা দেব! আমি জানতাম একদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ঘিরে ধরবে, একদিন স্বজন ভাবা মুখগুলো একে একে বদলে যাবে। একদিন হাসিমুখগুলো কঠিন থেকে কঠিনতম হয়ে উঠবে। তবু আমি আমৃত্যু শব্দ সাজাবো, আমরণ ছন্দের কাছে মাথা নীচু করে বলবো 'এটাই আমার ইবাদত, এটাই আমার প্রেম। শব্দ ছাড়া কেউ আমাকে ভালবাসেনি, তার জন্য ক্ষোভ? একটুও নেই।'

থাকার মধ্যে আছে বর্তমান এই জীর্ণ শরীর, হাপর লাগা বুকের খাঁচা আর আফশোসহীন সামুদ্রিক নোনতা বাতাসের স্বপ্ন। মরার পর মানুষ কোথায় যায়? জানতে চাই না। মরার পর নশ্বর শরীরের কী হবে? জানার দরকার নেই। কে কাঁদবে আর কে হাসবে? জেনে পাঁচটা হাত গজাবে না। কিছু নিয়ে আসিনি অথচ কিছু রেখে গেলাম। আগামী প্রজন্ম হে - রাখতে হলে রাখো। না রাখলে ডাস্টবিনে ফেলে দাও। হাসতে হাসতে চলে যাব। সহজেই চলে যাব। রাস্তা বেছে নিয়েছি নিজে, হেঁটেছি নিজের পায়ে সুতরাং ভুল বা ঠিক সবকিছু একান্তই নিজের।

কবিতার সংসারে দিব্যি ছিলাম, দিব্যি আছি। পরজন্মে বিশ্বাস রাখি না।

রাজ্য

প্রাক্তন সিপির বিরুদ্ধে মামলা শুনবে হাই কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ হারানোর পর থেকে ক্রমশ চাপ বাড়ছে বিনীত গোয়েলের ওপর। বিশেষ করে আরজি কর মেডিক্যালের নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টও পদক্ষেপ করতে বলেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় সেই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলেছে শুনানি। সেজন্য ইতিমধ্যে মামলাকারী আইনজীবীকে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের আইনজীবীকে নোটিশ পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে। গত ৯ অগাস্ট আরজি কর কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার দিন সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিকবার নির্যাতিতা নিহত মহিলা চিকিৎসকের নাম উচ্চারণ করেন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে উত্থাপন করেন কয়েকজন আইনজীবী। এই ঘটনায় বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরুর দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টেও দায়ের হয় মামলা। কিন্তু বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন থাকায় বিষয়টি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে অস্বীকার করতে অস্বীকার করে কলকাতা হাইকোর্ট। চলতি সপ্তাহে বিষয়টি ফের সুপ্রিম কোর্টে উত্থাপিত হলে প্রধান বিচারপতি রাজ্যকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। এর পর ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারীর আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি। আদালতকে তিনি জানান, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশের পর হাইকোর্টে মামলাটির শুনানি শুরু করতে কোনও বাধা নেই। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমকে দ্রুত শুনানির আবেদন গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের আইনজীবীকে নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এই অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হলে বিনীত গোয়েলের ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

মেট্রো চ্যানেলে অবস্থানের অনুমতি চান জুনিয়ার ডাক্তাররা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ অবস্থান মঞ্চের পথেই কি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সম্ভাবনা? আজ, শুক্রবার দুপুরে এসএসকেএম থেকে মিছিল করছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তারপরই ঘোষণা করা হতে পারে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার কথা। এসএসকেএম থেকে মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল যাবে। এরপর মেট্রো চ্যানেলে অবস্থানে চাওয়া হয়েছে প্রশাসনিক অনুমতি। অবস্থান মঞ্চ থেকে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা হতে পারে। জানা যাচ্ছে, কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আগে দাবিদাওয়া পূরণে বেঁধে দেওয়া হতে পারে সময়সীমা। প্রশাসন দাবি না মানলে অনশনে পর্যন্ত যেতে পারেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। প্রশ্ন হল, অনশনে সামিল হলে কর্মবিরতির অবসান কীভাবে সম্ভব? সেই কারণেই কি ১০ ঘণ্টার জিবি মিটিং চলল? অবস্থানে প্রশাসনিক অনুমতি না মিললে কী করবেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা, তার কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি এখনও। আরজি কর-কাণ্ডের পর যে কর্মবিরতি শুরু হয়েছিল, সাগর দত্ত হাসপাতালে নার্স ও জুনিয়র ডাক্তারদের নিগ্রহের ঘটনার পর সেই প্রতিবাদের পারদ চড়ে নতুন করে। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি করেন, সরকার নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও কার্যক্ষেত্রে কোনই বদল ঘটেনি। যে সকল দৃশ্যমান বদল তাঁরা চাইছেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, তার কিছুই এখনও ঘটেনি। তাই ফের পূর্ণ কর্মবিরতির ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠক হয় দীর্ঘক্ষণ। সূত্রের খবর, পুজোর মধ্যে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছেন সিনিয়র চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। এদিকে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলার জরুরি শুনানি গ্রহণ করল না কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পুজো অবকাশ বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদনের পরামর্শ প্রধান বিচারপতির। কর্মবিরতিকে অবৈধ ঘোষণার আবেদন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করতে আবেদন করা হয়ে ছিল এই জনস্বার্থ মামলায়।

দুয়ারে ‘অভিষেকের দূত’, হাজির হবে বাড়ি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ দুয়ারে ‘অভিষেকের দূত’। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার আড়াই লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছবে এই ‘দূত’। সাংসদের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে তারা যাচ্ছেন বাড়ি-বাড়ি। ‘পাশে ছিলাম, পাশে আছি, পাশে থাকব’ বার্তা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। বিগত বছরে অনুষ্ঠান করে পুজোর উপহার দেওয়া হত। এবার স্থানীয় নেতারাই পৌঁছে যাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি। খোঁজ নিচ্ছেন উপভোক্তাদের। ডায়মন্ড হারবারে অভিনব জনসংযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত বছর পর্যন্ত পুজোর আগে ‘অভিষেকের উপহার’ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হত ডায়মন্ডহারবার লোকসভার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে। সেখানে সাংসদ নিজে উপস্থিত থেকে পুজোর উপহার মানুষের হাতে তুলে দিতেন। এবছর উপহার দেওয়ার এই পদ্ধতিতে বদল আনা হয়েছে। অভিষেকের নির্দেশে, দলের স্থানীয় নেতারা ডায়মন্ড হারবার এলাকার আমজনতার বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার পৌঁছে দিয়ে আসছেন। পুজোর আগেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ‘উৎসবের উপহার’ পৌঁছল ডায়মন্ড হারবারবাসীর ঘরে ঘরে। অভিষেকের উপহারের ডালি স্থানীয় নেতাকর্মীরাই দায়িত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। পুজো সকলের এই কথা ভেবেই উৎসবের উপহারের উদ্যোগ নিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। ‘উৎসবের উপহার’ পেয়ে খুশি আমজনতা। বিধানসভাভিত্তিক উপহার পৌঁছে যাবে প্রত্যেক বুথে বুথে। এরপর বুথের দায়িত্বে থাকা নেতারা নিজেদের সুবিধা মতো যত দ্রুত সম্ভব সেই উপহার পৌঁছে দেবেন সাধারণ মানুষের কাছে। তৃতীয় বারের জন্য সাংসদ হওয়ার পর জুন মাসে আমতলার দলীয় কার্যালয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে বৈঠক করেছিলেন অভিষেক। সেই বৈঠকেই ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে, তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, নেতাদের থেকে মঞ্চের উপরে কেন উপহার নেবেন সাধারণ মানুষ? দরকারে বাড়ি গিয়ে দিতে হবে।

সিবিআই-এর হাতে ঘটনার দিনে সন্দীপ ঘোষের কললিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে চাঞ্চল্যকর দাবি সিবিআইয়ের। খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে ঘটনা জানাজানির পর একাধিক ফোন করেছিলেন সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মন্ডল। ফোনের কল ডিটেইলস থেকে আদালতে দাবি সিবিআইয়ের। সূত্রের খবর, ফোন কলের ডিটেইলস রিপোর্ট ইতিমধ্যেই এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। তা থেকেই তাঁরা এই দাবি করছে। প্রসঙ্গত, শুরু থেকেই এ ঘটনায় বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে আরজি কর্তৃপক্ষ তথা তদানন্তীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা। প্রশ্ন উঠেছে কলকাতা পুলিশের তদন্ত নিয়েও। পরবর্তী গ্রেফতারও হয়েছেন টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। প্রথমে দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হলেও পরবর্তীতে সন্দীপ ঘোষকেও খুন-ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, খুন ধর্ষণের ঘটনাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছে বারবার। এমনকী হাসপাতাল থেকেই তিলোত্তমার পরিবারের লোকজনকে ফোনেও তাঁদের মেয়ের আত্মহত্যার কারণেই মৃত্যুর কথাও বলা হয়। কার নির্দেশে ওই ফোন গিয়েছিল তা নিয়েও চলছে তদন্ত। অভিযোগ, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছিল জোরালভাবেই। আর কারা তা করল, কেন আত্মহত্যার কথা বলা হল, কাদের হাত এর পিছনে তাই খোঁজার চেষ্টা করছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকেরা। ঘটনা দিন হাসপাতালে বেশ কিছু বহিরাগতদের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। একাধিক নামজাদা চিকিৎসকের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অনেককেই ইতিমধ্যে তলবও করা হয়েছে সিজিও কমপ্লেক্সে। অন্যদিকে এদিন আদালতে ফের সন্দীপ ও অভিজিৎকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন করা হয়। ঘটনার মোড় ঘোরানোর ক্ষেত্রে আরও সাক্ষীদের খোঁজ চলছে জোরকদমে। একইসঙ্গে যেসব প্রমাণ লোপাট হয়েছে সেগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কী খুঁজে পান সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা।

এবার ৪ জন পুলিশ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ক্রমেই জটিল হচ্ছে রহস্য। আরজি কর কাণ্ডে এবার পুলিশের চার আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় টালা থানার এক মহিলা-সহ চার পুলিশ আধিকারিক সিবিআই দফতরে এসেছেন। আরজি কর কাণ্ডে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না সেটাই জানতে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে এক মহিলা-সহ চার পুলিশ আধিকারিককে। সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স এ সিবিআই দপ্তরে এলেন টালা থানার এক মহিলা সহ চার পুলিশ অফিসার। সিবিআই সূত্রের খবর, এর আগেও সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা আর জি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবারই আশিস পান্ডেকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সূত্রের খবর, সন্দীপ ঘোষের ডান হাত ছিলেন আশিস পান্ডে। চিকিৎসক অভীক দে-এরও ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। ৯ অগাস্ট আরজি করে উদ্ধার করা হয় তরুণী চিকিত্সকের দেহ। সেদিনই বিধাননগর এলাকার একটি হোটেলে এসে উঠেছিলেন আশিস পান্ডে। কেন ওইদিন হোটেলে চেক ইন করেছিলেন তৃণমূল নেতা? ১০ তারিখ তিনি হোটেলে থেকে বের হন কখন? কী উদ্দেশ্য দেখিয়ে তিনি ছিলেন হোটেলে? হঠাৎ সেদিন হোটেল ভাড়া করে থাকার কী কারণ? আশিসের পরিচয়, ঠিকানা ও যাবতীয় তথ্য জানতে হোটেল কর্মীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

সিনিয়র-জুনিয়ারের অঙ্ক মেলালেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ রাজ্যে কর্মবিরতি করে চলেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তবে সেটি এবার উৎসবের মরশুমে তুলে নেবেন কিনা তা নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। এই আবহে সিনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন যে, সব সময় কর্মবিরতি করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আর এই বিষয়টি নিয়েই আবার ফেসবুকে সরব হলেন কুণাল ঘোষ। এবার তাঁর ‘নজিরবিহীন’ আক্রমণ সিনিয়র চিকিৎসকদের উদ্দেশে। আবার আজ এই বিষয় নিয়ে একের পর এক এক্স হ্যান্ডেলে নানা প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। সুতরাং সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য–রাজনীতি। এই কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার বিষয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা নানা আলোচনা করেছেন। তখন আসতে করে সরে দাঁড়ালেন সিনিয়র ডাক্তাররা। এটা নিয়েই কুণালের বক্তব্য, ‘এখন সিনিয়র চিকিৎসকরা জুনিয়রদের কর্মবিরতিতে যেতে নিষেধ করছেন। কারণ পুজোর সময় তাঁদের টিকিট কাটা রয়েছে দেশ–বিদেশে। তাঁরা বেড়াতে যাবেন। তাঁদের কাজ সামলাতে হবে জুনিয়রদের। সেখানে জুনিয়র ডাক্তাররা যদি কর্মবিরতি চালান তাহলে সিনিয়র ডাক্তাররা বেড়াতে যেতে পারবেন না। এতদিন কেন সিনিয়রদের মনে হয়নি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের বিষয়?’ এই জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি করতে সিপিএমের দু’জন নেতা, নকশাল সিনিয়র এখন জুনিয়রদের আমরণ অনশন করতে বোঝাচ্ছেন বলে দাবি করেন কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে। সেখানে তিনি লেখেন, ‘দুই সিপিএম, নকশাল সিনিয়র এখন জুনিয়রদের বোঝাচ্ছেন আমরণ অনশন করতে। পুলিশ তুললে ছবিও হবে, কর্মসূচিও শেষ। সরকারকে আমার অনুরোধ, অনশন হলে নিরাপত্তায় পুলিশ থাকুক। কিন্তু অনশনে যেন সরকার হস্তক্ষেপ না করে। অনশন ওঁরা করলে করুন। কেউ অসুস্থ হলে জুনিয়র, সিনিয়ররা দেখবেন। তাঁরা বুঝবেন।’ আর নিজের ফেসবুক পোস্টে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, ‘উস্কানিদাতা সিনিয়রদের পুজোয় দেশ–বিদেশের টিকিট কাটা। সামলাতে হবে জুনিয়রদের। নাহলে ‘বিশেষ’ সমস্যা।’

ক্রীড়া-সংবাদ

ভারতীয় টিমে ক্যাপ্টেন কোহলির অধ্যায় নিয়ে হরভজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ভারতীয় টিমে বিরাট কোহলি কেমন ক্যাপ্টেন ছিলেন? এই নিয়ে অনেকেই নিজের মতামত মাঝে মাঝে দিয়ে থাকেন। বিরাটের ক্যাপ্টেন্সিতে ভারতীয় টিমের মেজাজই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তা অবশ্য অনেকেই অস্বীকার করেন না। কোহলির নেতৃত্বে ভারতীয় শিবিরে ট্রফি আসেনি, তা ঠিক। কিন্তু তিনি দলের সকলের মানসিকতা বদলে দিয়েছেন। সকলের মধ্যে একটা লড়াকু মেজাজ তৈরি করতে পেরেছিলেন বিরাট। এবং প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে শেষ অবধি লড়ে যাওয়ার পথে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কোহলি। এই সকল কথা বলতে গিয়ে হরভজন সিং জানান, তাঁর চোখে বিরাট কেমন ক্যাপ্টেন ছিলেন।

ভারতের প্রাক্তন স্পিনার হরভজন বলেন, 'কোহলির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ ভারত জেতেনি ঠিকই, কিন্তু এর ফলে ও কোনও অংশে কম ক্যাপ্টেন ও কম প্লেয়ার নয়।' হরভজন সিং সেই সঙ্গে বুঝিয়েছেন বিরাট কোহলি যে ভাবে দলের সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তা কোনও ট্রফি বা সিরিজ জয়ের থেকেও বড়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভাজ্জি ২০২০-২১ সালের বর্ডার গাভাসকর ট্রফি তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বিরাট অবশ্য সে বার ৪ টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচের পর অস্ট্রেলিয়া ছাড়েন। তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মের জন্য। ওই টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন অজিঙ্ক রাহানে।

বিরাট ভারতের ওই সফরের পুরোটা সময় দলের সঙ্গে না থাকলেও তাঁর কথা উল্লেখ করে হরভজন বলেন, 'দলকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে ও, টিমের সকলের মধ্যে যে আগুনটা লাগিয়েছে, তাতে যদি চতুর্থ ইনিংসে ৪০০-র টার্গেট টেস্টে তাড়া করতে হয়, আমরা তা হলে সেটাই করব। এই মানসিকতটা দলের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। ওর লক্ষ্য পরিষ্কার, যে ওই পরিস্থিতিতে আমরা ভয় পাব না। যদি হারি, তা হলেও রান তাড়া করতে করতে হারব। ১০০-তে অলআউট হব না। ৩৭০ রানে অলআউট হব। সামনে থাকা দলটাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব।' ১-১ অবস্থায় সে বার টেস্ট সিরিজ দাঁড়িয়ে থাকার পর সিডনিতে ভারত তৃতীয় টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ভারতের টার্গেট ছিল ৪০৮। সেখানে ৫ উইকেটে ৩৩৪ রান তুলে টেস্ট ড্র করে ভারত। সেই ম্যাচের কথা উল্লেখ করে ভাজ্জি বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে গিয়ে ৩৫০-র মতো রান তাড়া করা এবং তা অল্প ব্যবধানে হারা। এটার জন্যও বুদ্ধি চাই, উত্তেজনা চাই। যেটা তৈরি করেছে কোহলি। শেষ অবধি লড়াই করার ইচ্ছেটা শুভমন, ঋষভের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। গাব্বায় ওই টেস্টটা আমরা দেখেছিলাম। এটা হয়েছিল তার কারণ, দলের সকলের ভাবনাটা বদলে গিয়েছে।'

বিগ-বি, কিং খানদের ছাপিয়ে শীর্ষে ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টের দৌড়ে এ বছর দাপট কার? বছরের শুরু থেকে জুন অবধি ধরলে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে শীর্ষে মহেন্দ্র সিং ধোনি। তালিকায় প্রথম ৫-এ নেই আর কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার। টিএএম এডেক্স এর নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী এ বছরের প্রথমার্ধে সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্টের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চনদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন ধোনি।

টিএএম এডেক্স এর রিপোর্ট অনুযায়ী, টেলিভিশনে সেলিব্রিটি ও নন-সেলিব্রিটির বিজ্ঞাপনের হার দেখলে নজরে পড়বে ৬৮% বিজ্ঞাপন নন-সেলিব্রিটির আর ৩২ শতাংশ বিজ্ঞাপন সেলিব্রিটির। এই ৩২ শতাংশর মধ্যে সিনে দুনিয়ার অভিনেতারা স্ক্রিনে রয়েছেন ৪২%। সিনে দুনিয়ার অভিনেত্রীরা রয়েছেন ৩৩%, স্পোর্টস পার্সনরা রয়েছেন ১৪% এবং টিভি অভিনেত্রীরা রয়েছেন ৭ শতাংশ ও টিভি অভিনেতারা রয়েছেন ৪ শতাংশ স্ক্রিনজুড়ে। মোট বিজ্ঞাপনের হারের নিরিখে সিনে দুনিয়ার তারকারা এগিয়ে থাকলেও, এ বছরের জুন অবধি যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টের তালিকায় ধোনিই শীর্ষে। বছরের প্রথম ৬টা মাস ধোনি ৪২টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। ৪১টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অমিতাভ বচ্চন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তালিকায় যথাক্রমে রয়েছেন শাহরুখ খান(৩৪), করিনা কাপুর (৩১) ও অক্ষয় কুমার(২৮)।

এ বছরের আইপিএলের পর থেকে ধোনিকে আর ক্রিকেট মাঠে দেখা যায়নি। অবসর সময় কাটাতে মাঝে মাঝে টেবল টেনিস খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। মাঝে মাঝে আবার ছুটি কাটাতে বিদেশও পাড়ি দিতে দেখা গিয়েছে ধোনিকে। বছর ভর কোনও না কোনও কারণে শিরোনামে থাকেনই ধোনি। এ বার ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টে বাকিদের টেক্কা দিয়ে ফের লাইমলাইটে মাহি।

সমর্থকদের আবেগঘন বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের প্রত্যাশার পাহাড়প্রমাণ চাপের মুখে দুর্দান্ত সাফল্য দিয়েছিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাঁর কোচিংয়েই দীর্ঘ ১২ বছর পর জাতীয় স্তরে ট্রফির খরা কেটেছিল ইস্টবঙ্গলের। শুধু তাই নয়, টানা ৮টি ডার্বি হারের পর অবশেষে জয়ের দেখা পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও তুলনামূলক ভাবে ভালো সাফল্য পেয়েছিল কার্লেসের টিম। এ বার পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টো। হারের হ্যাটট্রিকের পর দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ কার্লেস। আবেগঘন বার্তা দিলেন সদ্য প্রাক্তন কোচ।

ইস্টবেঙ্গলের সদ্য প্রাক্তন কোচ বেশ কিছু মুহূর্তের ছবিও পোস্ট করেছেন। সঙ্গে লিখেছেন, 'আমরা একসঙ্গে প্রচুর ভালো মুহূর্ত কাটিয়েছি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ধন্যবাদ। এই ক্লাবের কোচিং করাতে পারাটা আমার কাছে সম্মান এবং গর্বের। সমস্ত ফ্যান, সাপোর্ট স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট, প্লেয়ার সকলকে হৃদয় থেকে ভালোবাসা।' ভারতীয় ফুটবলে নিজের সফর নিয়েও গর্বিত কার্লেস কুয়াদ্রাত।

সুয়ারেজের মতো কামড়-কাণ্ড, বড় নির্বাসনের মুখে ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ বিশ্ব ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন উরুগুয়ের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। তবে তাঁরই এক ঘটনা ফিরল ইংল্যান্ড ফুটবলে। ঠিক ১০ বছর পর! ২০১৪ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছিল ব্রাজিলে। সেই বিশ্বকাপেরই ঘটনা। ইতালির ডিফেন্ডার জর্জিও চিয়েলিনিকে কামড়েছিলেন উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। এ বার ইংল্যান্ড ফুটবলে এমনই ঘটনা। দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব প্রেস্টনের ফুটবলার মিলুতিন ওসমাজিচ ব্ল্যাকবার্নের এক ফুটবলারকে কামড়েছেন। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল ফুটবল সংস্থা। প্রেস্টনের ফুটবলার ওসমাজিচকে এই আচরণের জন্য ৮ ম্যাচের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৫ হাজার পাউন্ড জরিমানাও করা হয়েছে। প্রেস্টনের স্ট্রাইকার ওসমাজিচকে দেখা গিয়েছে ব্ল্যাকবার্ন ডিফেন্ডার ওয়েন বেককে। ২২ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচের শেষ দিকে এই ঘটনা। যা নিয়ে আজ বড় পদক্ষেপ নিল ইংল্যান্ডা ফুটবল সংস্থা। মাঠে এই আচরণের জন্যই যে ৮ ম্যাচের নির্বাসন এবং বড় অঙ্কের জরিমানা, বিবৃতি নিয়ে জানিয়েছে ইংল্যান্ড ফুটবল সংস্থা। ব্ল্যাকবার্নের কোচ জন এস্তাচ বলেছিলেন, এই কামড়ের পর প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর প্লেয়ার ওয়েন বেক। নর্থ ইংল্যান্ডের এই দুই ক্লাব চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের ম্যাচে নানা ঘটনাই ঘটে থাকে। তবে এই ঘটনা কেউই হয়তো প্রত্যাশা করেননি।

অশ্বিনকে দেখে শেখার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ কোনও ক্রিকেটার কোনও ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি করলে সেলিব্রেট করেন। কোনও ক্রিকেটার উইকেট নিলে সেলিব্রেট করেন। কোনও ক্রিকেটার ক্যাচ নিলে সেলিব্রেট করেন। এগুলো ২২ গজের খুব পরিচিত দৃশ্য। কখন এই সবকটা জিনিস হওয়ার পরও কোনও ক্রিকেটার নির্লিপ্ত থাকেন? এমন ক্রিকেটার খুব কমই পাওয়া যায়। এই তালিকায় রয়েছেন ভারতের সিনিয়র তারকা অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এমনটাই মনে করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার রামিজ রাজা। তাঁর মতে অশ্বিন সাফল্য পেলেও সেলিব্রেট করে না। তাঁর মতো বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটার খুবই কম।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন = বাংলাদেশ টেস্ট ঝুলি ভর্তি রেকর্ড — এমনটা বললে খুল ভুল বলা হবে না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে একাধিক রেকর্ড গড়েছেন অশ্বিন। সিরিজের সেরাও হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি রামিজ রাজা নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, 'ও (অশ্বিন) এমন একজন অলরাউন্ডার, যে খুব বেশি সেলিব্রেট করে না। যদি ওর রেকর্ড দেখা হয়, নজরে পড়বে ও কিন্তু কারও থেকে কম নয়।

ও একজন বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটার। নিজের মতো করে এগোয়। ও দলের ১২তম ব্যক্তি হলেও রেগে যেতে দেখা যায় না ওকে। দলের পরিস্থিতি বোঝে এবং নিজের দায়িত্ব বোঝে।'

টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র ক্রিকেটার অশ্বিন যখনই সুযোগ পান, নিজেকে প্রমাণ করেন। তাঁর থেকে অনেকের অনেক কিছু শেখারও রয়েছে বলে মনে করেন রামিজ রাজা। তিনি বলেন, 'ও মতামত শেয়ার করে। কিন্তু মাঠের বাইরের যে কোনও কিছুরই সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করে না। খেলার প্রতি ওর বুদ্ধিমত্তা নজরে পড়ে। যা তাঁর মন্তব্যে নজরে পড়ে।'

বক্স অফিস

অভিরূপের বলিউড অভিষেক, সঙ্গী আদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ 'ব্রহ্মদৈত্য', 'ব্যাধ' থেকে 'জম্বিস্থান'-এর মতো সিনেমা-সিরিজ পরিচালনা করেছেন অভিরূপ ঘোষ। গোড়া থেকেই ছকভাঙা কাজে বিশ্বাসী পরিচালক। সেটা তাঁর কাজ পরখ করলেই বেশ বোঝা যায়। এবার অভিরূপের বলিউড অভিষেক ঘটতে চলেছে হিন্দি সিরিজ 'রীতা সান্যাল'-এর মাধ্যমে। শুক্রবারই সেই সিরিজের ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতেই সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল অভিরূপ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। 'রীতা সান্যাল'-এর ভূমিকায় দেখা যাবে আদা শর্মাকে। যে অভিনেত্রীর 'দ্য কেরালা স্টোরি' বক্স অফিসে বাজিমাত করে দিয়েছিল। অভিরূপ ঘোষের প্রথম বলিউড ভেঞ্চারেই রয়েছেন আদা। এপ্রসঙ্গে পরিচালক বলছেন, "ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমার কিছু কাজ এবং সেগুলোর প্যাটার্ন দেখেই আমার সঙ্গে ডিজনি প্লাস হটস্টার যোগাযোগ করেছিল। এভাবে 'রীতা সান্যাল'-এর বিষয়টা এগোয়।" আদা শর্মাকেই কাস্ট করা হল কেন? অভিরূপ জানালেন, "ওটিটি প্ল্যাটফর্মের তরফ থেকেই চেয়েছিল যে এমন কোনও অভিনেত্রীকে এমন চরিত্রের জন্য নির্বাচন করতে, যার মধ্যে প্রচুর লেয়ার রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই আদাকে বেছে নেওয়া 'রীতা সান্যাল'-এর চরিত্রের জন্য।" শুক্রবার ট্রেলার রিলিজ হওয়ার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভালো সাড়া পাচ্ছেন বলে জানালেন পরিচালক। 'রীতা সান্যাল'-এর ট্রেলারে 'পাল্প ফিকশন' ধাঁচের একটা ছোঁয়া পাওয়া গেল। রীতা আদতে একজন আইনজীবী। তবে একটা মামলা লড়তে গিয়ে সে নিজেই তদন্তে নেমে পড়ে। পেশায় আইনজীবী হলেও তুখড় অ্যাকশন-স্টান্ট জানে রীতা। আদা শর্মাকে কেতাদুরস্ত অ্যাকশন সিকোয়েন্সে দেখা গেল।

ব্যস্ততার চাপে কাজের প্রস্তাবও ফেরাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ গত এক বছর ধরে বলিউডের অন্দরমহলে ঝড় তুলেছেন অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমি। অ্যানিম্যালের পর থেকে অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমিকে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তাঁর অভিনীত 'ব্যাড নিউজ' ছবিটি বক্স অফিসে সে ভাবে সাড়া না ফেললেও ভিকি কৌশলের সঙ্গে নায়িকার রসায়ন সাড়া ফেলেছে দর্শক মহলে। বর্তমানে রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে 'ভিকি অউর বিদ্যা কা উয়ো ওয়ালা ভিডিয়ো' ছবি নিয়ে ব্যস্ত তৃপ্তি। তারই মাঝে তাঁকে কটাক্ষের শিকারও হতে হয় তাঁকে। যদিও বর্তমানে তৃপ্তির চাহিদা সিনেপাড়ায় তুঙ্গে। যে তৃপ্তী ২০২৩-এর ডিসেম্বর মাসে ৪০ লাখ টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করেছিলেন অ্যানিম্যাল ছবির এই চরিত্র, সেই তৃপ্তীর পারিশ্রমিক বেড়েছে রাতারাতি। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই বেড়েছে আড়াইগুণ। বর্তমানে ছবি পিছু তিনি উপার্যন করছেন, ১ কোটি টাকা। হাতে একগুচ্ছ ছবি। কখনও বিপরীতে ভিকি কৌশল, কখনও আবার রাজকুমার রাও, তৃপ্তি মানেই পর্দায় এখন আলাদা উত্তেজনা। অ্যানিম্যাল ছবি ভাগ্য ফেরায় অভিনেত্রীর। সকলের মুখে মুখে চলতে থাকে সেই ছবির সাহসী দৃশ্য নিয়ে চর্চা। যদিও নগ্ন বোল্ড দৃশ্যে অভিনয় করার সাহস হয়তো অনেকেই দেখান না। কেউ ভয় পান টাইপ কাস্ট হওয়ার, কেউ আবার এই ধরনের চরিত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। তবে তৃপ্তি যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, তা একেবারেই তাঁর কেরিয়ারের ক্ষেত্রে উল্টো পথে হাঁটেনি। বরং তৃপ্তির জন্য ছিল এক মাইলস্টোন। যার ফলে এখন বিভিন্ন শো থেকে বিজ্ঞাপন, বেশ কিছু কল পাচ্ছেন তৃপ্তি। যদিও নিজের ছবির প্রচারকেই বেশি প্রাধান্য দিতে চান তিনি। সেই সুবাদেই বেশ কিছু প্রস্তাব ফেরাতেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

'তখন গ্লিসারিন লাগেনি কান্নার জন্যে...'

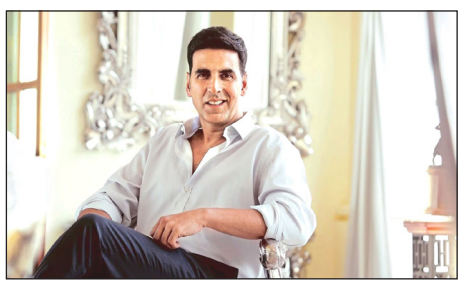

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ অক্ষয় কুমার, বরাবরই তিনি তাঁর অভিনয় নিয়ে ভীষণ সচেতন। চরিত্রকে পর্দায় ফুঁটিয়ে তুলতে বারবার তিনি এমন অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা অভিনয়কে আরও অনেক বাস্তব করে তুলেছে। সম্প্রতি একইভাবে নয়া চরিত্রকে তুলে ধরলেন অক্ষয় কুমার। সকলের জীবনে এমন অনেক যন্ত্রণাই থাকে, যা যে কোনও পরিস্থিতিতেই মানুষকে কাঁদায়। কিংবা আনন্দিত করতে সাহায্য করে। অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি সরফিরা-তে অভিনয়ের অভিজ্ঞতাও খানিকটা একই। যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন, সেখানে দেখা যায় তার বাবা নেই। সেই শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ার সময় অক্ষয় কুমার সত্যি নিজের বাবাকে হারানোর যন্ত্রণার কথা মনে করে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'এমন অনেক ছবির অনেক চরিত্র রয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে আমি অনেক সময় মিল খুঁজে পাই। এই চরিত্র যেমন তাঁর বাবাকে হারিয়েছে। আমি যখন সেই দৃশ্যে অভিনয় করছিলাম, তখন আমি বুঝতে পারি, চরিত্রটার মানসিক যন্ত্রণা ঠিক কতটা। ফলে দৃশ্য অনেক বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। কারণ আমি এই একই যন্ত্রণা দিয়ে গিয়েছি। যখন আমি আমার বাবাকে হারাই। আমার সত্যি কোনও গ্লিসারিন লাগেনি কান্নার জন্যে। আমি নিজের যন্ত্রণার কথা মনে করেই কেঁদে ফেলেছিলাম। আপনারা যখন ছবিটা দেখবেন, জানবেন, আমি সত্যি কাঁদছিলাম। আমার মনে আছে পরিচালক যখন আমায় বলেছিলেন কাট, তখনও আমার মাথা নীচু ছিল। কারণ আমি তখনও কাঁদছিলাম। কারণ ওই আবেগটা থেকে বেরিয়ে আসা এতটাও সহজ ছিল না। আমি জানি কাট বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে ফিরে আসাটা আমার জন্য ভীষণ যন্ত্রণার ছিল। আমি আরও বড় শট নিতে বলি, কারণ আমি তখনও বিষয়টা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না।'

সরে যাওয়ার কারণ নিয়ে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ 'করুণাময়ী রানি রাসমণি'-র পর আবারও টিভির পর্দায় ফিরছেন দিতিপ্রিয়া রায়। গত দু'মাস আগেই দিতিপ্রিয়ার টেলিভিশনে ফেরার খবরে টেলি অনুরাগীদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল তুঙ্গে। জানা গিয়েছিল, জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'অনুরাগের ছোঁয়া'য় রূপার বড়বেলার চরিত্রে অভিনয় করবেন দিতিপ্রিয়া। এখবর নিশ্চিতও করেছিলেন দিতিপ্রিয়া নিজেও। লুক সেটও হয়ে গিয়েছিল রানিমার। সিরিয়ালের প্রমোতেও দেখা গিয়েছিল দিতিপ্রিয়াকে। কিন্তু নাহ, এই মুহূর্তে টেলিপর্দায় ফিরছেন না দিতিপ্রিয়া রায়। আর এমন খবরে কিছুটা হলেও হতাশ তাঁর টেলিভিশনের অনুরাগীরা। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত? ঠিক কেন 'অনুরাগের ছোঁয়া' সিরিয়ালে 'রূপা'র চরিত্রে হ্যাঁ বলেও শেষপর্যন্ত পিছু হটেছিলেন দিতিপ্রিয়া? এবিষয়ে টিভি৯ বাংলাকে দিতিপ্রিয়া রায় জানান, 'আমার কিছু সমস্যা ছিল তাই সিরিয়াল থেকে সরে এসেছি। পুরোটাই ব্যক্তিগত বিষয়।' তবে কি দিতিপ্রিয়াকে আর টেলিভিশনে দেখা যাবে না? একথায় টেলিভিশনের 'রানিমা' দিতিপ্রিয়া জানান, তিনি টেলিভিশনে ফিরবেন, তবে কবে, কখন, কোথায়, সেটা এখনই তিনি বলতে পারছেন না। প্রসঙ্গত টেলিভিশনের পর্দা দিয়ে দর্শকদের মনে ভালো নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন দিতিপ্রিয়া রায়। তবে শুধু টেলিভিশনের পর্দায় নয়, সিনেমার পর্দাতেও নিজের অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন 'দিতি'। 'আয় খুকু আয়', 'কলকাতা চলন্তিকা', 'রাজকাহিনী', 'অভিযাত্রিক'-এর মতো ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। কাজ করেছেন হিন্দি ছবি 'বব বিশ্বাস'-এর মতো ছবিতেও। আবার 'ডাকঘর', 'রাজনীতি'র মতো ওয়েব সিরিজেও কাজ করেছেন দিতিপ্রিয়া রায়। তবে বড় পর্দা, ওয়েব সিরিজের মতো দিতিপ্রিয়াকে আবারও টেলিভিশনের পর্দাতেও রাজত্ব করতে দেখতে চান, তাঁর টেলি দর্শকরা। তবে সেটা কবে হবে তা হয়ত সময়ই বলবে। এদিকে এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত জীবনের কারণেও চর্চায় রয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। আগেই জানা গিয়েছি 'ঋভুবাবু'র সঙ্গে প্রেম করছেন তিনি। অভিনেত্রীও বহুবার নিজের প্রেমের কথা খোলসা করে বলেছিলেন, তাঁর প্রেমিক বিনোদন জগতের মানুষ নন।